দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২০ (পৃঃ১৬)

রোপা আমন ধান লাগানোর ৩০ দিন পর্যন্ত জমিতে কীটনাশক প্রয়োগে বিরত থাকুন এবং পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পোকা দমন করুন

রোপা আমন মওসুমে ধান ক্ষেতে সাধারণত: মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং, চুঙ্গী পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, থ্রিপস, শীষকাটা লেদা পোকা এবং গান্ধি পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ধানের পোকামাকড় দমনে কীটনাশকের প্রয়োগ একটি বহুল ব্যবহৃত ব্যবস্থাপনা। কিন্তু এই পদ্ধতি আমাদের জীববৈচিত্র, পরিবেশ, পশুপাখি এবং মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কীটনাশকের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষকের ফসল রক্ষা করতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে যা ফসলের জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে সাহায্যে করবে। ধানের চারা রোপণের পর থেকে জমিতে ৩০ দিন পর্যন্ত কীটনাশকের ব্যবহার না করলে উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির মাত্রাকে অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তের নীচে রাখে। ফলে ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। পাশাপাশি ধানের বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা যেমন আলোক ফাঁদের ব্যবহার, পার্চিং বা গাছের ডাল পুঁতে দেয়া, হাতজালের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সর্বশেষ ব্যবস্থাপনা হিসেবে কীটনাশক প্রয়োগ করা যা ধানের ফলন না কমিয়ে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করবে।

আলোক ফাঁদ- আলোক ফাঁদ ধান ক্ষেতে বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপস্থিতি সনাক্তকরণে একটি কার্যকরী পদ্ধতি। ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদ স্থাপন করলে মথ জাতীয় পোকা যেমন- মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গী পোকা এবং হপার জাতীয় পোকা যেমন- লম্বা পাখা যুক্ত বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং ইত্যাদি আলোতে আকৃষ্ট হয়। ধান ক্ষেতে আলোক ফাঁদ স্থাপন করে এসব ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন করা যায়।

পার্চিং- ধান ক্ষেতে প্রতি ১০০ বর্গমিটারে ১টি ডাল পুঁতে দিলে পাখির আগমন বাড়ে এবং পোকা ধরা/খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই ধানক্ষেতে অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন ধান ক্ষেতে পাখির বসার জন্য ডালপালা পুঁতে দিলে পোকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। তবে জমিতে পার্চিং ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যবহৃত ডালপালা পাখি বসার উপযুক্ত এবং ধান গাছের চেয়ে একটু উঁচু হতে হবে যেন পাখি সহজে ভর দিয়ে বসতে পারে এবং পোকা দেখতে ও ধরতে পারে।

হাতজাল- ধানক্ষেতে হাতজাল ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষতিকর পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরা যায়। হাতজালের সাহায্যে মাজরা পোকা, পামরী পোকা, ঘাসফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গী পোকা ইত্যাদি ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়াও হাতজাল ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের পাশাপাশি ধানের জমিতে কোন পোকার আধিক্য আছে কিনা তা নিরূপণ করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উপকারী পোকা জমিতে ছেড়ে দিয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

সমকাল

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২০ (পৃঃ১৬)

রোপা আমন ধান লাগানোর ৩০ দিন পর্যন্ত জমিতে কীটনাশক প্রয়োগে বিরত থাকুন এবং পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পোকা দমন করুন

রোপা আমন মওসুমে ধান ক্ষেতে সাধারণত: মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং, চুঙ্গী পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, থ্রিপস, শীষকাটা লেদা পোকা এবং গান্ধি পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ধানের পোকামাকড় দমনে কীটনাশকের প্রয়োগ একটি বহুল ব্যবহৃত ব্যবস্থাপনা। কিন্তু এই পদ্ধতি আমাদের জীববৈচিত্র, পরিবেশ, পশুপাখি এবং মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কীটনাশকের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষকের ফসল রক্ষা করতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে যা ফসলের জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে সাহায্যে করবে। ধানের চারা রোপণের পর থেকে জমিতে ৩০ দিন পর্যন্ত কীটনাশকের ব্যবহার না করলে উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির মাত্রাকে অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তের নীচে রাখে। ফলে ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। পাশাপাশি ধানের বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা যেমন আলোক ফাঁদের ব্যবহার, পার্চিং বা গাছের ডাল পুঁতে দেয়া, হাতজালের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সর্বশেষ ব্যবস্থাপনা হিসেবে কীটনাশক প্রয়োগ করা যা ধানের ফলন না কমিয়ে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করবে।

আলোক ফাঁদ- আলোক ফাঁদ ধান ক্ষেতে বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপস্থিতি সনাক্তকরণে একটি কার্যকরী পদ্ধতি। ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদ স্থাপন করলে মথ জাতীয় পোকা যেমন- মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গী পোকা এবং হপার জাতীয় পোকা যেমন- লম্বা পাখা যুক্ত বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং ইত্যাদি আলোতে আকৃষ্ট হয়। ধান ক্ষেতে আলোক ফাঁদ স্থাপন করে এসব ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন করা যায়।

পার্চিং- ধান ক্ষেতে প্রতি ১০০ বর্গমিটারে ১টি ডাল পুঁতে দিলে পাখির আগমন বাড়ে এবং পোকা ধরা/খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই ধানক্ষেতে অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন ধান ক্ষেতে পাখির বসার জন্য ডালপালা পুঁতে দিলে পোকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। তবে জমিতে পার্চিং ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যবহৃত ডালপালা পাখি বসার উপযুক্ত এবং ধান গাছের চেয়ে একটু উঁচু হতে হবে যেন পাখি সহজে ভর দিয়ে বসতে পারে এবং পোকা দেখতে ও ধরতে পারে।

হাতজাল- ধানক্ষেতে হাতজাল ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষতিকর পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরা যায়। হাতজালের সাহায্যে মাজরা পোকা, পামরী পোকা, ঘাসফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গী পোকা ইত্যাদি ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়াও হাতজাল ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের পাশাপাশি ধানের জমিতে কোন পোকার আধিক্য আছে কিনা তা নিরূপণ করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উপকারী পোকা জমিতে ছেড়ে দিয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৭/০৭/২০২০ (পৃঃ০৩)

রোপা আমন ধান লাগানোর ৩০ দিন পর্যন্ত জমিতে কীটনাশক প্রয়োগে বিরত থাকুন এবং পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে পোকা দমন করুন

রোপা আমন মওসুমে ধান ক্ষেতে সাধারণত: মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং, চুঙ্গী পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং, থ্রিপস, শীষকাটা লেদা পোকা এবং গান্ধি পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ধানের পোকামাকড় দমনে কীটনাশকের প্রয়োগ একটি বহুল ব্যবহৃত ব্যবস্থাপনা। কিন্তু এই পদ্ধতি আমাদের জীববৈচিত্র, পরিবেশ, পশুপাখি এবং মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কীটনাশকের এই ক্ষতিকর প্রভাব থেকে কৃষকের ফসল রক্ষা করতে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে যা ফসলের জমিতে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে সাহায্যে করবে। ধানের চারা রোপণের পর থেকে জমিতে ৩০ দিন পর্যন্ত কীটনাশকের ব্যবহার না করলে উপকারী পোকামাকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতিকর পোকার ক্ষতির মাত্রাকে অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বারপ্রান্তের নীচে রাখে। ফলে ধান ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। পাশাপাশি ধানের বিভিন্ন পরিবেশ বান্ধব পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা যেমন আলোক ফাঁদের ব্যবহার, পার্চিং বা গাছের ডাল পুঁতে দেয়া, হাতজালের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সর্বশেষ ব্যবস্থাপনা হিসেবে কীটনাশক প্রয়োগ করা যা ধানের ফলন না কমিয়ে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করবে।

আলোক ফাঁদ- আলোক ফাঁদ ধান ক্ষেতে বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপস্থিতি সনাক্তকরণে একটি কার্যকরী পদ্ধতি। ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদ স্থাপন করলে মথ জাতীয় পোকা যেমন- মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গী পোকা এবং হপার জাতীয় পোকা যেমন- লম্বা পাখা যুক্ত বাদামি গাছফড়িং, সাদা-পিঠ গাছফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং ইত্যাদি আলোতে আকৃষ্ট হয়। ধান ক্ষেতে আলোক ফাঁদ স্থাপন করে এসব ক্ষতিকর পোকামাকড় দমন করা যায়।

পার্চিং- ধান ক্ষেতে প্রতি ১০০ বর্গমিটারে ১টি ডাল পুঁতে দিলে পাখির আগমন বাড়ে এবং পোকা ধরা/খাওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তাই ধানক্ষেতে অনিষ্টকারী পোকার সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে তখন ধান ক্ষেতে পাখির বসার জন্য ডালপালা পুঁতে দিলে পোকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। তবে জমিতে পার্চিং ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যবহৃত ডালপালা পাখি বসার উপযুক্ত এবং ধান গাছের চেয়ে একটু উঁচু হতে হবে যেন পাখি সহজে ভর দিয়ে বসতে পারে এবং পোকা দেখতে ও ধরতে পারে।

হাতজাল- ধানক্ষেতে হাতজাল ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষতিকর পূর্ণবয়স্ক পোকা ধরা যায়। হাতজালের সাহায্যে মাজরা পোকা, পামরী পোকা, ঘাসফড়িং, সবুজ পাতাফড়িং, পাতা মোড়ানো পোকা, চুঙ্গী পোকা ইত্যাদি ধরে মেরে ফেলতে হবে। এছাড়াও হাতজাল ক্ষতিকর পোকামাকড় দমনের পাশাপাশি ধানের জমিতে কোন পোকার আধিক্য আছে কিনা তা নিরূপণ করে সঠিক ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে, পাশাপাশি উপকারী পোকা জমিতে ছেড়ে দিয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.brri.gov.bd